৩৮০

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAY 23 1999 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ...

দক্ষ ও অদক্ষ শিক্ষক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মহাসমাবেশে ঘোষণা করেছেন যে, দক্ষ শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ১০০ ভাগ করা হবে। এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু কথা হচ্ছে দক্ষতা পরিমাপের মাধ্যম কি তা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেননি। তাঁর এ বক্তব্যের দ্বারা শিক্ষক সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একদিকে দক্ষ আর অন্যদিকে অদক্ষ শিক্ষক।

শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতি গঠনের কারিগর। আমরা যদি সুশিক্ষার আলোয় দেশকে আলোকিত করতে চাই তাহলে অবশ্যই নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ শিক্ষক খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু আমার আবেদন হচ্ছে, যে মাধ্যমেই শিক্ষকের দক্ষতা পরিমাপ করা হোক না কেন রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো অদক্ষ শিক্ষকরা যেন দক্ষ শিক্ষক বলে গণ্য না হন।

দেশের সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বেসরকারি। কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে জাতির উন্নতি করতে হলে অবশ্যই বেসরকারি শিক্ষকদের উন্নতি সাধন করতে হবে। কারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশি পেতে হলে অবশ্যই দিতেও হবে বেশি। অথচ সরকারের কাছ থেকে শিক্ষকরা যা পান তা একেবারেই নগণ্য। তাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই, নেই কোনো পেনশন, বোনাস। সারা জীবনে একটি মাত্র প্রমোশন ও ইনক্রিমেন্ট। বাসাভাড়া বাবদ যা পান তা ভিক্ষার শামিল। কাজেই যাদের সর্বাঙ্গে ব্যথা তারা কিভাবে দক্ষ হবেন। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অবশ্যই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকাকালীন বলেছিলেন যে, তিনি সরকার গঠন করলে বেতনের জন্য শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হবে না। অথচ তাঁর সরকারের বয়স প্রায় তিন বছর হতে চললো কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি পূর্বেকার সরকারের ৮০%-ই দিচ্ছেন। এমতবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সোনার বাংলার সোনার মানুষ তৈরির জন্য বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ১০০ ভাগ করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আব্দুল লতিফ
অধ্যক্ষ
ডা. জহুরুল কামাল কলেজ,
সুজানগর, পাবনা।